যুগান্তর

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ১ ...

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট

পিইসিতে ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করে

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় প্রায় ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করে। এ নিয়ে পরীক্ষার শেষ ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা সময় কেন্দ্রে বা হলে এক ধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় পরীক্ষার্থীরা একে অন্যের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে নেয় ও দেখে দেখে লিখে। পরিদর্শকরা এসএমএসের মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেন। এরপর প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে ও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন।

পিইসি পরীক্ষা নিয়ে এসব অভিযোগ তুলেছে গণসাক্ষরতা অভিযান (ক্যাম্পে)। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে এ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রায় ১০ মাস ধরে গবেষণা করে। এর মধ্যে গত বছর টানা ২ মাস সরেজমিন তথ্যানুসন্ধান চালায়। ওই গবেষণা প্রতিবেদনে পিইসি পরীক্ষা নিয়েও পদে পদে নানা অনিয়মের তথ্যও উঠে আসে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে রাজধানীর এলজিআরডি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মেছবাহ উল আলম। সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ক্যাম্পের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। এডুকেশন ওয়াচের প্রধান গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ, উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য ড. এ মোস্তাক আর চৌধুরী প্রমুখ এতে বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'পিইসি পরীক্ষা নিয়ে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় আছি। কয়টা প্রশ্ন মিলল, কোথায় মিলল এসব ঘটনার কথা আসছে।' তিনি বলেন, নকলের ভয়ে পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে আমি নই। অনেক কর্মকর্তা ঘুষ খান। তাহলে কী আমরা দেশটাই বাতিল করে দেব? এ সময় তিনি সমাপনী পরীক্ষা বাতিলে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নীত করার পর পিইসি বাতিল সম্ভব বলেও মত দেন মন্ত্রী।

সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে বলা হয়, পিইসি পরীক্ষায় ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী অপরের সাহায্য ছাড়াই পরীক্ষা দেয়। বাকি ৪০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে অসদুপায় অবলম্বন করে। পরিদর্শকরা প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে ও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। আড়াই ঘণ্টার প্রতিটি পরীক্ষার শেষ ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পুরো পরীক্ষার হলে এক ধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, এ পরীক্ষার নিবন্ধনের সময় ভালো পরীক্ষার্থীদের মাঝে দুর্বলদের রেখে তালিকা তৈরি করা হয়। আর পরীক্ষকরাও বেশ উদারভাবে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পিইসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গতবছর ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিদ্যালয় কোচিংয়ের আয়োজন করেছিল। এর মধ্যে ৮৬ দশমিক ৮ শতাংশ গ্রামীণ ও ৮২ দশমিক ৪ শতাংশ শহরে বিদ্যালয়। ২২ দশমিক ৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কোচিংয়ে আলাদা ফি নেন বলে স্বীকার করেছেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ লক্ষ্য করছেন যা সমাপনী থেকে উদ্ভূত। শিক্ষাক্রমের অতিরিক্ত চাহিদা, বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং ও প্রাইভেট পড়ার আধিক্য, নানা ধরনের প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা ও মা-বাবার অতিরিক্ত প্রত্যাশাই এ চাপ বাড়ার অন্যতম কারণ।

গবেষণায় বলা হয়, সমাপনী পরীক্ষার পুরো ব্যবস্থাজুড়েই বৈষম্য বিরাজ করছে। এতে সমাপনী পরীক্ষাকে জাতীয়র পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করার সুপারিশ করা হয়েছে। এটিকে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ সবই হবে উপজেলা পর্যায়ে।

উল্লেখ্য, 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে?' শীর্ষক এবারের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য দেশের ১৫০টি উপজেলা ও পৌরসভা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে গবেষকরা কথা বলেন।